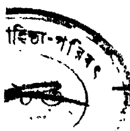
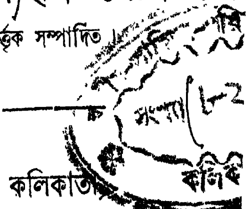
শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

—o—

বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে-শুনে যেইজন।
অন্তরের মল ঘুচে—শুদ্ধ হয় মন॥
—দৈবকীনন্দন।





কুলিয়াবনাবতার-শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশ্য

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,
৪০ নং, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, সিমুলিয়া,
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৪।

হাবড়া, ৬৫৪ নং, সারকুলার রোড,
"দি ন্যাসনাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" প্রেসে
শ্রীঅম্বিকা চরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

প্রথম-বন্দনা।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সপুত্রায় সভৃত্যায় সকলত্রায় তে নমঃ

জয়জয় বিশ্বম্ভর জয় দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয়গে ষ্ঠীর-সমাজ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহাধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময়—সুন্দর-শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধরের অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দপ্রিয় অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয়॥
জয়জয় শ্রীবাস-আদি-প্রিয়বর্গনাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

ঠাকুর চৈতন্য বন্দোঁ একচিত্তমনে।
ইষ্টদেব-আদি বন্দোঁ যত প্রিয়গণে ॥
বন্দোঁ ঠাকুর নিত্যানন্দ অদ্বৈত-সহিত।
গৌর আকার—ভুজ আজানুলম্বিত ॥
শুনশুন ওরে ভাই মঙ্গল চরিত্র।
শুনিলে দুরিত হরে—ভুবন পবিত্র ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শতবর্ষ কহি যদি—তভু নাহি সীমা ॥
তথাপি যে কহি নাম জানি যার যার।
সভে নন্দগোষ্ঠী গোপ-গোপী-অবতার ॥
সহস্র-মুকুটমণি নিত্যানন্দরায়।
সহস্র-বদনে প্রভু গোরাগুণ গায় ॥
সেই সে সহস্র ফণা ধরি নানা রঙ্গে।
নিজ মূর্ত্তি ধরে প্রভু আপনার অঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ-মহিমা বলিতে শক্তি কার।
যার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার—॥
সভে নন্দগোষ্ঠী গোপ-গোপী-অবতার।
নিত্য শুদ্ধ বস্তু সভে প্রভুর আকার ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
তোমার দাসের পায় যেন মতি হয় ॥
সভেই জন্মিলা প্রভু-চৈতন্য-আজ্ঞায়।
নিত্যানন্দপ্রভু বুলে সংসার-মায়ায় ॥
বেদব্যাস-আদি করি কহিল সকলে।
যার যেই রতি-মতি সেইমতে বলে ॥

নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্বনাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
প্রিয় পারিষদ রামদাস মহাশয়।
নিরন্তর ঈশ্বরভাবে সেই কথা কয়॥
যার বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরন্তর গৌরচন্দ্র যার হৃদয়েতে॥
সভার অধিক ভাব গৃহস্থ রামদাস।
যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ ছিলা তিনমাস॥
শ্রীদাম করিয়া যারে ভাগবতে কয়।
রামদাস সেই বস্তু জানিহ নিশ্চয়॥
প্রেমের অধিক প্রেমবিগ্রহ প্রকাশ।
নববিধা প্রেমভক্তি যাঁহার বিলাস॥
প্রেমের সমুদ্র শ্রীসুন্দরানন্দ-নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রেমধাম॥
পারিষদমধ্যে যার প্রথমে গণনা।
নিত্যানন্দস্বরূপের ধন প্রাণ বাণা॥
সুদাম করিয়া যারে পুরাণে বাখানে।
সুন্দরানন্দ সেই বস্তু জানে সর্ব্বজনে॥
পণ্ডিত কমলাকর পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
বসুদাম করি যারে পুরাণে কহিল।
কমলাকর সেই বস্তু সকলে জানিল॥
উদ্ধারণদত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যাঁহার অধিকার॥

মহাবল করি যারে ভাগবতে কয়।
উদ্ধারণ সেই বস্তু জানিহ নিশ্চয়॥
নিত্যানন্দজীবন শ্রীপরমেশ্বরদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
সুবাহু করিয়া যারে পুরাণে কহিল।
পরমেশ্বর সেই বস্তু সকলে জানিল॥
বাহ্য নাহি পুরুষে ত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥
স্তোককৃষ্ণ করি যাঁরে পুরাণে বাখানে
পুরুষোত্তম সেই বস্তু জানে সর্ব্বজনে॥
গৌরীদাসপণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে যাঁর নিত্যানন্দ প্রাণ॥
সুবল করিয়া যারে পুরাণে কহিল।
গৌরীদাসপণ্ডিতেরে সকলে জানিল॥
পুরুষোত্তমপণ্ডিতের নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দস্বরূপের হয় মহা মর্ম্ম॥
অর্জ্জুন করিয়া যারে ভাগবতে কয়।
পুরুষোত্তম সেই বস্তু জানিহ নিশ্চয়॥
রতাইর পুত্র বলি সর্ব্বলোকে কয়।
নিত্যানন্দপারিষদ সেই মহাশয়॥
লবঙ্গ করিয়া যারে পুরাণে বাখানে।
পুরুষোত্তম সেই বস্তু জানে সর্ব্বজনে॥
প্রসিদ্ধ কালিয়াকৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র-স্ফূর্ত্তি হয় যাঁর দরশনে॥

মহাবাহু করি যারে ভাগবতে কয়।
কালিয়াকৃষ্ণ সেই বস্তু জানিহ নির্ণয়॥
(ইতি শ্রীগোপাল-নির্ণয়।)

প্রেমভক্তিরসময় গদাধরদাস।
যাঁর দরশনে সর্ব্বপাপ হয় নাশ॥
রাধিকা করিয়া তাঁরে জানে সর্ব্বজনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁর দরশনে॥
সদাশিবকবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ যার ধনপ্রাণ॥
চন্দ্রাবলী করি যারে পুরাণে বাখানে।
সদাশিব-কবিরাজ জানে সর্ব্বজনে॥
ধনঞ্জয়পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
মহেশপণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
নিত্যানন্দপ্রিয় বড় কহিল একান্ত॥
প্রেমময় মহামত্ত বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সর্ব্বপাপ হয় নাশ॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস॥
জগদীশ-পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম।
নিত্যানন্দ-পারিষদে কহি তাঁর নাম॥
বড়গাছি-আলয় সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাস॥

জগন্নাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত ॥
রঘুনাথবৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিমাত্রে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥
চতুর্ভুজপণ্ডিত, নন্দন, গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যাঁর ॥
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত।
নিত্যানন্দপ্রেমে তিঁহ হইলা মহান্ত ॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র ধরে সর্ব্বশক্তি।
নিত্যানন্দ বহি তার অন্য নাহি গতি ॥
কৃষ্ণানন্দ দেবানন্দ দুই শুদ্ধ-দাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
নিত্যানন্দচন্দ্র-বিনু গতি নাহি যাঁর ॥
পাবন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ অতি প্রেমরসময় ॥
নিত্যানন্দপ্রিয় বড় মনোহর বাএন ॥
কৃষ্ণানন্দ দেবানন্দ এই চারিজন ॥

মহাভাগ্যবন্ত এই চারি পণ্ডিত উদার।
বাসভার ঘরে নিত্যানন্দের বিহার॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি বন্দিলাঙ আনন্দে।
উচ্চস্বরে যাঁরে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে॥
বন্দিলাঙ আনন্দে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস বন্দোঁ সিন্ধুকূলে বাস॥
বন্দিলাঙ মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দসেন-আদি মহা-আপ্তগণ॥
বন্দিলাঙ শ্রীগোবিন্দ হরষিত-মনে।
মূল হৈয়া কীর্ত্তন করিল প্রভুর সনে॥
বন্দিলাঙ আখরিয়া শ্রীবিজয়দাস।
রত্নবাহু যারে প্রভু করিল প্রসাদ॥
সদাশিবপণ্ডিত বন্দিলাঙ মহামতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥
পুরুষোত্তম অঞ্জয় বন্দোঁ হরষিত-মনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে॥
অচ্যুতানন্দ বন্দি যার চরিত্র অদ্ভুত।
ব্রহ্মানন্দভারতী আর সনাতন রূপ॥
বন্দিলাঙ গরুড়পণ্ডিত হরষিতে।
নাম লইলে যাঁর না লয় সর্পবিষে॥
যত ভৃত্য প্রিয়সখা নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
কে তাহা লিখিতে পারে সমুদ্রতরঙ্গে॥
যত সঙ্গী নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শতবৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥

সহস্রসহস্র এক-সেবকের গণ।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তাঁরাও গুরুজন॥
চৈতন্যরসেতে সব পরম উদ্দাম।
সভার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধনপ্রাণ॥
অবশেষ-ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবনদাস।
যাঁর শেষপাত্র নারায়ণীর গর্ভবাস॥
জ্ঞানেতে পণ্ডিত হৈল দাসপদ পাই।
জন্মেজন্মে বৃন্দাবনচন্দ্র-গুণ গাই॥
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য দুই মহাজন।
জন্মেজন্মে ভজি দুই প্রভুর চরণ॥
নবধাপ্রকারেতে করিব ভজনা।
এই দান দেহ প্রভু মাগে নিজজনা॥
জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ॥
জয়জয় অদ্বৈতাদি জয় হরিদাস।
জয়জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস॥
এবে শুন বৈষ্ণবসভার আগমন।
আচার্য্যগোসাঞি-আদি যত প্রিয়গণ॥
রথ-আরোহণ-যাত্রা হইল সময়।
নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী করিল বিজয়॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা—প্রতি বৎসরেবৎসরে।
সভে আসিবেন রথযাত্রা দেখিবারে॥
আচার্য্যগোসাঞি-আদি করি ভক্তগণ।
সভে নীলাচলপ্রতি করিল গমন॥

চলিলেন ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যপ্রকাশ॥
তবে চলিলেন শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যাঁর মন্দিরে নাচিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর॥
চলিলেন আনন্দে ঠাকুর হরিদাস।
বিগ্রহে ব্রহ্মবস্তু ভক্তির প্রকাশ॥
চলিলেন প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাতে নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়॥
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়॥
চলিলা আচার্য্যচন্দ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁর গৃহে নাচিলা ঈশ্বর॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে সর্ব্বপাপ হয় নাশ॥
পুরুষোত্তম অঞ্জয় চলিলা হর্ষ-মনে।
মহাপ্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে॥
হরি বলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান্।
প্রভুর নৃত্যে ধরে দেউটী সাবধান॥
নন্দনআচার্য্য-আদি চলিলা প্রিয়জনে।
প্রথমে নিত্যানন্দ আইলা যাঁহার ভবনে॥
চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভাগ্যবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান॥
গোপীনাথপণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিলেন হুই কৃষ্ণবিগ্রহে নিশ্চিত॥

হরিষে চলিলা শুক্লাম্বরব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন খাইলেন প্রভু গৌরহরি॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁর জল পান কৈল শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলা শ্রীবনমালিপণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল নিত্যানন্দের হল আর মুষল॥
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবত।
আনন্দে চলিলা দুঁহে কৃষ্ণরসে মত্ত॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে যাঁর যাই দুই-ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি শ্রীহরিবাসরে॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্তখান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥
হরি বলি চলিলা আচার্য্য পুরন্দর।
বাপ বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাঘব উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার॥
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
অক্রূর করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়॥
ভবরোগবৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব-অনুমানকারী॥
প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমান্ পণ্ডিত।
চলিলেন বনমালিপণ্ডিত-সহিত॥
আই-দরশন-লাগি পণ্ডিত দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি চলিলা সত্বর॥

অনন্ত চৈতন্যভক্ত—কত নিব নাম।
সভেই চলিলা হৈয়া আনন্দের ধাম॥
আই-স্থানে ভক্তি করি বিদায় করিয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠী লয়্যা॥
যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্বের পীরিত্ত।
সেই দ্রব্য লইলেন ভিক্ষার নিমিত্ত॥
সর্ব্বপথে শ্রীআনন্দে কীর্ত্তন করিতে।
চলিলা পবিত্র করি সর্ব্ব পথেপথে॥
উলসিতে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় এ তিন ভুবন॥
পত্নী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলা পরমানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥
যে স্থানেতে রহে আসি সভে বাসা করি
সেই স্থানে হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যাঁহা গায়েন মহাপ্রভু সেই ভগবান্।

*　　　*　　　*

ভগবান্-রূপে প্রভু অনন্ত লীলায়।
একরূপ ভগবান্ প্রভুর কৃপায়॥
অনন্ত মাধব-রূপে খেলা-লীলা করে।
অনন্ত করয়ে সেবা মুকুন্দের ঘরে॥
মহাপ্রভু করেন ভক্তি আদর করিয়া।
শিলা-মধ্যে বস্তু যেন আছে লুকাইয়া॥
আদ্যাশক্তিরূপে মহী বৈষ্ণবী জননী।
যাহার আত্মজ গঙ্গা ধরেন মহামণি॥

এইসব আদিমূর্ত্তি ভক্তিপ্রসবিতা।
প্রভুর বল্লভা ভক্তি—এই মর্ম্ম কথা ॥
বেদের নিগূঢ় এই চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥
সভে শুন এসকল নিগূঢ় আখ্যান।
তাহার সহায় মহাপ্রভু ভগবান্ ॥
জয়জয় ভগবান্ জয় হলধর।
জয়জয় ভগবান্ ত্রিমল্ল সুন্দর ॥
জয়জয় হরিহর জয় বলরাম।
জয়জয় জগন্নাথ আনন্দের ধাম ॥
জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দপ্রভু ধন্যধন্য ॥
এইমতে রঙ্গে মহাপুরুষসকলে।
সকল মঙ্গলে সব আসি নীলাচলে ॥
কমলপুরেতে ধ্বজপতাকা দেখিয়া।
কান্দিয়া পড়িল সব দণ্ডবত হৈয়া ॥
মহাপ্রভু শুনি ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগুবাঢ়িবারে চিত্ত হৈল ইচ্ছাময় ॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে—তাহার নাহি অন্ত।
মহাপ্রসাদ চলে যার কটক-পর্য্যন্ত ॥
'অদ্বৈত-নিমিত্ত মোর এই অবতার।'
এইমতে মহাপ্রভু বলেন বারেবার ॥
শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥

নাঢ়া নাঢ়া বলি প্রভু করেন হুঙ্কার।
অদ্বৈতনিমিত্ত মোর এই অবতার॥
নাঢ়ার কারণ কেহ না পারে বুঝিতে।
নাঢ়া লাগি অবতার ধরি ত্রিজগতে॥
নাঢ়ার কারণ প্রভু চৈতন্য-নিতাই।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডমাঝে যার গুণ গাই॥
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য—কত নাম জানি।
সভার চরণ বন্দোঁ জোড় করি পাণি॥
প্রভাতে উঠিয়া পঢ়ে-শুনে যেইজন।
অদ্বৈত-চৈতন্য পায়—না যায় খণ্ডন॥
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসঠক্কুর-বিরচিতা
শ্রীবৈষ্ণববন্দনা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় বন্দনা।

আভীর রাগ॥

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ॥ ধ্রু॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ হঙ জন শিশু অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি অতি মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণববন্দনা॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে॥
বন্দোঁ শচী জগন্নাথমিশ্রপুরন্দর।
যাহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্যধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন-অবতার ধন্যধন্য॥
বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিতগোসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াইপণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুতচরিত॥

দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীনিত্যানন্দ ।
যাঁহা হৈতে নাটে-গীতে সভার আনন্দ ॥
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী ।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে ।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে ॥

ভাট্যালি রাগ ॥

গোরা গোঁসাই পতিতপাবন অবতার ॥
ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিশিরোমণি ।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ ধ্রু
সাবধানে বন্দোঁ আগে মাধবেন্দ্রপুরী ।
বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরি ॥
আচার্য্য গোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর ।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবনভিতর ॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা একমন ।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাঁহার নন্দন ॥
(পুণ্ডরীক:বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি ।
যাঁর নাম লয়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি ॥)
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত ।
নারদ-খেয়াতি যাঁর ভুবনবিদিত ॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী ।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী ॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে ।
আলবাটী প্রভু যাঁরে কহিলা আপনে ॥

হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্তপ্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগতবিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতিপাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্রসুশীতল।
আচার্য্যরত্ন বন্দোঁ যাঁর খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা-অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥
বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
বন্দোঁ মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দোঁ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত-খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি॥

বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥
হলায়ুধঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যার সাথ॥
(প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁসভার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥)

সুহই রাগ ॥

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর ॥ ধ্রু ॥

গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে ॥
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনী মুনি।
প্রভু যাঁরে নিজগুরু করিলা আপনি ॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ ॥
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধবস্বভাব।
দামোদরপুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব ॥
নরসিংহ তীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ ॥
নৃসিংহপুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি ॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' যাঁহার গ্রন্থন ॥
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী ॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুপদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস ॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।

বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবনভূমি দুহেঁ করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীবগোসাঞি বন্দোঁ সভার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘবগোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী॥
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবনমাঝে।
সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথভট্ট গোঁসাঞি বন্দিব একচিত্তে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে॥
লোকনাথ ঠাকুর বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
জীব নিস্তারিতে যাঁর করুণা প্রচুর॥
কাশীশ্বরগোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥
শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
মহাপ্রভু কৈলা যাঁরে পরম পিরীতি॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানীহাটী-গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদবিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥

কাশীমিশ্র বন্দোঁ। প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথপট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দোঁ। রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ। বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিত বন্দোঁ। দিব্যশরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব সুগ্রীবমিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধরদাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ। একমনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ—বাহ্য নাহি জানে॥
প্রেমময়তনু বন্দোঁ। সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গোরাপদদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দদাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ। নরহরিদাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গবিলাস॥
মধুরচরিত্র বন্দোঁ। শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন॥

রঘুনাথদাস বন্দোঁ। প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ। পণ্ডিত দেবানন্দ
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ। শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥
আকাইহাটের বন্দোঁ। কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পুরী বন্দোঁ। সতীর্থ প্রভুর॥
শ্রীগোবিন্দঘোষ বন্দিব সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধবঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভঙ্গ-স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেবঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনু যাঁর অন্য নাহি জ্ঞানে॥
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
যোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে॥
পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে॥
বংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে।
গদাধরদাস করিলা বংশী অবতারে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ। শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি-বলে॥

সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজশক্তি দিয়া ॥
গদাধরদাস আর শ্রীগোবিন্দঘোষ।
যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইল সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তরশতঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক, সর্ব্বজ্ঞতা যাঁর শিশুকালে ॥
করবীরমঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা-বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণবসকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥
কালিয়া কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী ॥
কমলাকর পিপিলাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥
রত্নাকরসুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম-নাম।
নদীয়া-বসতি যাঁর দিব্যতেজোধাম ॥
উদ্ধারণদত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দসঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্যগোসাঞিরে নিল উৎকলনগরী ॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজান।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্যগোসাঞির স্থান ॥

বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥

বড়ারী রাগ॥

গোরা গোঁসাঞি পতিতপাবন অবতার।
তোমার করুণায় সর্ব্বজীবের উদ্ধার॥ ধ্রু॥

কবিরাজ মিশ্র বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
প্রতাপরুদ্র রায় বন্দোঁ ইন্দ্র-সম খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ-আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস।
তার ভাই বন্দোঁ শ্রীবনমালিদাস॥
বেশের আবেশে যাঁর গোপীর বিলাস।
কহনে না যায় তাঁর প্রেমের প্রকাশ॥
কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
বন্দোঁ উড়িয়া বলরামদাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥

জগন্নাথদাস বন্দোঁ সঙ্গীতপণ্ডিত।
যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহাতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তমনাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তি করি॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু-কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাথে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধমন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত-সংসার।
বসুধা-জাহ্নবা বন্দোঁ দুই কন্যা যাঁর॥
মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রাম-সাথ॥

শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ। সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠকুার বন্দোঁ। বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব
সঙ্গীতকারক বন্দোঁ। শ্রীবলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস ॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ। বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ। নৃত্যবিনোদী ॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ। বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহ করিল প্রকাশ ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দোঁ। একমনে।
নিরন্তর উন্মত্ত—বাহ্য নাহি জানে ॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ। মধুরচরিত ॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ। তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ। পুরী রঘুনাথ ॥
বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ। আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ। নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত ॥
বন্দনা করিব শিশুকৃষ্ণদাস-নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ। কবিত্ব-শীতল।
যাঁহার রচিত গীত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ॥

জগন্নাথদাস বন্দোঁ সঙ্গীতপণ্ডিত।
যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহাতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তমনাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তি করি॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু-কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাথে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধমন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত-সংসার।
বসুধা-জাহ্নবা বন্দোঁ দুই কন্যা যাঁর॥
মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রাম-সাথ॥

শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ। সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠকুার বন্দোঁ। বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব ॥
সঙ্গীতকারক বন্দোঁ। শ্রীবলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস ॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ। বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ। নৃত্যবিনোদী ॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ। বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহ করিল প্রকাশ ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দোঁ। একমনে।
নিরন্তর উন্মত্ত—বাহ্য নাহি জানে ॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ। মধুরচরিত ॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ। তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ। পুরী রঘুনাথ ॥
বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ। আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ। নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত ॥
বন্দনা করিব শিশুকৃষ্ণদাস-নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ। কবিত্ব-শীতল।
যাঁহার রচিত গীত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ॥

গৌরীদাসপণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস ॥
(রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস ॥)
শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ অকিঞ্চনরীতি।
ডম্ফের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পিরীতি ॥
পরম আনন্দে বন্দোঁ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সমা ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
দেবেহ কহিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥
সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণবঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর ॥
শরণ লইলুঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে।
সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ কিছু বৈষ্ণববন্দনে ॥
বৈষ্ণববন্দনা পড়ে-শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে—শুদ্ধ হয় মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা ॥

দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দৈবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

ইতি শ্রীদৈবকীনন্দনদাস-বিরচিতা
বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্তা।

তৃতীয় বন্দনা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ কৃপাময়ৌ।
সর্ব্বাবতারে সম্ভক্তৌ সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়ৌ॥

যথা রাগঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, বলরাম নিত্যানন্দ,
গাওনারে ভরিয়া বদন।
সুখে জন্ম গোঙাইবে, বৈষ্ণবের সঙ্গ পাবে,
না হইবে শমন-দর্শন॥
কলিকাল সর্পরূপে, দংশিল সকল লোকে,
বিষজ্বালায় জগত ঢলিল।
গৌরাঙ্গ গুণের ধাম, হরেকৃষ্ণরাম-নাম,
মহামন্ত্রবলে জীয়াইল॥
বিশেষ বৈষ্ণবগণ, ত্রিভুবন-পাবন,
পতিত দুঃখিত জীব দেখি।
করুণা বাঢ়ল হিয়া, কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া,
কৃষ্ণসুখে করাইল সুখী॥
শুনরে পামর নর, মিছামায়া পরিহর,
ধরধর বৈষ্ণবের পায়।
বৈষ্ণবকৃপার বলে, গরাসিতে নারে কালে,
ভালেভালে কুলাইয়া যায়॥
বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, বৈষ্ণবের অঙ্গ হের,
বৈষ্ণবের বাক্য শুন কাণে।
বিচারিয়া দেখ মনে, ঠাকুর বৈষ্ণব বিনে,
হরিভক্তি দিতে নারে আনে॥

বৈষ্ণব-মহত্ত্ব যত, লোক-বেদে অবিদিত,
দেবগণে তত্ত্ব নাহি পায়।
মুঞি সে হীনের হীন, পতঙ্গ হইতে ক্ষীণ,
ক্ষুদ্রমুখে কি বলিব তায় ॥
তথাপি এহেন শক্তি, অনুরূপে দিবারাতি,
নিতিনিতি করিয়া ভাবনা।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সঙ্গে যত ভক্তবৃন্দ,
তাহা কিছু করিব বর্ণনা ॥
আপন অন্তর কহি, যে রসের যোগ্য নহি,
তাহাতেই লুব্ধ ভেল মন।
সন্ধি বা শব্দের দোষে, না করিহ উপহাসে,
ভাবগ্রাহী প্রভু জনার্দ্দন ॥
সহজেই মুগ্ধ প্রাণে, পূর্ব্বাপর নাহি জানে,
ক্রমে সে বন্দনা নাহি যবে।
অতএব পরিহার-, বাক্যে করোঁ নমস্কার,
অপরাধ কেহ না লইবে ॥
অবনী লোটাঞা কায়, শচী-জগন্নাথ-পায়,
প্রথমে করিব পরণাম।
তবে বন্দোঁ বিশ্বরূপ, ঠাকুর সন্ন্যাসিভূপ,
শ্রীশঙ্করারণ্য ধন্য নাম ॥
একান্ত ভকতি করি, বন্দোঁ গৌরচন্দ্র হরি,
ভুবনমঙ্গল অবতার।
যুগধর্ম্ম পালিবারে, জন্মিলা নদীয়াপুরে,
সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রচার ॥

পরম সম্ভ্রম হৈঞা, বন্দোঁ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া,
তবে বন্দোঁ দেব গদাধর।
যতেক বৈষ্ণবচয়, তত প্রিয় কেহ নয়,
দ্বিতীয় চৈতন্যকলেবর॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী মাতা, হাড়াইপণ্ডিত পিতা,
নিত্যানন্দ হেন পুত্র যাঁর।
বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ, অভয় আনন্দকন্দ,
যে করিল সভার নিস্তার॥
বারুণী যাঁহার নাম, অনঙ্গমঞ্জরী-ধাম,
তছু-পদে করি পরণাম।
অনঙ্গমঞ্জরী যেঁহ, জাহ্নবা গোসাঞি তেঁহ,
বারুণী তাঁহার পূর্ব্ব-নাম॥
সানন্দে পড়িয়া ভূমি, বন্দোঁ বসু-জাহ্নবিনী,
বীরচন্দ্র যাঁহার নন্দন।
বন্দিব ঠাকুর বীর-, ভদ্র গম্ভীর ধীর,
যাঁর গুণে ভরিল ভুবন॥
নীলাচলে গৌরহরি, নিত্যানন্দ সঙ্গে করি,
নিভৃতে কহিল যুক্তি সার।
তাহার কারণ এই, বীরচন্দ্র প্রভু সেই,
গৌরাঙ্গ আপনি অবতার॥
সন্দেহ না কর ইথে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে,
লিখিলেন বৃন্দাবনদাস।
এইসব অনুভব, অভিরাম জানে সব,
প্রণমিয়া করিল প্রকাশ॥

রাধাকৃষ্ণ দ্রবরূপ, আছিল ব্রহ্মার কূপ,
তিনলোকে স্থিতি জগন্মাতা।
দ্রবব্রহ্ম ভগবান, গঙ্গাদেবী তাঁর নাম,
বন্দোঁ সেই নিত্যানন্দসুতা॥
গোবিন্দের প্রেমধাম, আচার্য্য মাধব নাম,
প্রেমানন্দময় তনুখানি।
জোড় করি করদ্বন্দ্ব, বন্দোঁ সে পদারবিন্দ,
গঙ্গাদেবী যাঁহার গৃহিণী॥
ভালিয়ে গৌরাঙ্গচান্দ, পাতিয়া প্রেমের ফান্দ,
বান্ধিল জীবের মনখানি।
হরিনামগুণধ্যানে, ধন্য কৈল জগজনে,
মরি যাও তোমার নিছনি॥

বন্দোঁ শ্রীমাধবপুরী, অবনীতে অবতরি,
বিষ্ণুভক্তি যে করিল ব্যক্ত।
প্রাচীন যে আদিগুরু, করুণাকল্পতরু,
যেঁহ মহাপ্রভুর আদি ভক্ত॥
বন্দোঁ শান্তিপুরপতি, শ্রীঅদ্বৈত মহামতি,
সদাশিবসম তেজ যাঁর।
যাঁহার তপের বলে, আনিঞা মহীমণ্ডলে,
পাতিল চৈতন্য অবতার॥

কৈলাশের আদ্যাশক্তি, বন্দোঁ সীতা ভগবতী,
ভক্তিশক্তিসম তেজ যাঁর।
যাঁহার প্রতিজ্ঞা হৈতে, অবতীর্ণ জগন্নাথে,
করিলা প্রসাদ-পরচার ॥
সীতার চরণধূলি, বন্দিব মস্তকে তুলি,
আপনাকে মানিয়ে শালাঘ্য।
তছু প্রিয়সুত বন্দোঁ, শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ,
শিশুকালে যাঁহার বৈরাগ্য ॥
পূরিয়া মনের আশ, বন্দিব সে শ্রীবাস,
অভেদ নারদ মুনিবর।
বন্দোঁ দেবী মালিনীরে, মা বলি ডাকিলা যাঁরে,
নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
বন্দোঁ নারায়ণী দেবী, চৈতন্যচরণ সেবি,
অধরামৃত যে জন পাইল।
বন্দিব শ্রীহরিদাস, স্বয়ং ব্রহ্মা পরকাশ,
উচ্চস্বরে নাম লওয়াইল ॥
বন্দিব পরমানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ,
মূর্ত্তিভেদে যেন সরস্বতী।
ঠাকুর শ্রীগোপীনাথ-, পদে কৈল প্রণিপাত,
প্রভুরে যে কৈল বহুস্তুতি ॥
বন্দিব মুরারি গুপ্ত, যেন সেই হনুমন্ত,
রঘুনাথ যাঁর প্রাণধন।
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ, শীতল চন্দ্রের সম(??),
তবে বন্দোঁ আচার্য্য রতন ॥

গোবিন্দ গরুড় প্রতি, বন্দিব করিয়া স্তুতি,
গৌরপাদ যাঁহার ধেয়ান।
বন্দিব মুকুন্দ দত্ত, কৃষ্ণগুণে উনমত্ত,
কিন্নর গঞ্জয়ে যাঁর গান ॥
বন্দোঁ বাসুদেব দত্ত, যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব,
মহত্ত্বতা কহনে না যায়।
যাঁহার অঙ্গের বায়ে, কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়ে,
উপমা কি দিব আর তায় ॥
দামোদর পীতাম্বর, জগন্নাথ শঙ্কর,
নারায়ণ এই পঞ্চ ভাই।
সকল-বাসনা-হীন, নিরপেক্ষ উদাসীন,
বন্দনা করিব একঠাঞি ॥
প্রভু-মাতামহ-খ্যাতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
সাবধানে করিব বন্দন।
সর্ব্বজ্ঞ জিনিয়া দৃষ্টি, প্রভুর শুভ-জন্মকোষ্ঠি,
যে লিখিল ভবিষ্য-কথন ॥
সকল গুণের ধাম, বন্দিব পণ্ডিত রাম,
অহিংসক পরহিতকারী।
একচিত্ত-কায়মনে, বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণে,
চরণে ধরিয়া শিরোপরি ॥
নদীয়ানগরে বাস, বন্দোঁ গুরু গঙ্গাদাস,
যাঁর স্থানে প্রভুর অধ্যয়ন।
দশনে ধরিয়া তৃণ, বিষ্ণুদাস সুদর্শন,
দৈন্যভাবে করিল বন্দন ॥

সদাশিব বিদ্যানিধি, শ্রীগর্ভ আর শ্রীনিধি,
বুদ্ধিমন্তখান মহাশয়।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, প্রেমধনের অধিকারী,
বন্দো এই ছয় মহাশয়॥
রামদাস কবিচন্দ্র, লেখক বিজয়ানন্দ,
বন্দিব আচার্য্য রত্নেশ্বর।
বন্দিব শ্রীধর উদার, গৌরাঙ্গ গ্রাহক যার,
থোড়-কলা-মোচার পসার॥
বন্দো করপুটাঞ্জলি, পুত্রসহ বনমালী,
ভক্তির ভিক্ষুক দুই জন।
হলায়ুধ বাসুদেবে, বন্দনা করিব তবে,
চৈতন্যে একান্ত যাঁর মন॥
আইর কৃপার পাত্র, বন্দিব ঈশান মাত্র,
আই যাঁরে করিল পালন।
গরুড়াই কাশীশ্বরে, বন্দিব তাহার পরে,
জগদীশের বন্দিয়া চরণ॥
গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ, বন্দো রায় শ্রীমুকুন্দ,
বিশেষতঃ পরম সাদরে।
বন্দো শ্রীবল্লভাচার্য্য, সার্থক যাঁহার কার্য্য,
লক্ষ্মী কন্যা যে দিল প্রভুরে॥
বন্দিব ভকতিমনে, পণ্ডিত শ্রীসনাতনে,
বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার দুহিতা।
কোন্ তপস্যার বলে, না জানি কি পুণ্যফলে,
মহাপ্রভু হইল জামাতা॥

করিয়া যুগল হাথ, বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ,
বন্দিব আচার্য্য বনমালী।
প্রভুসঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, শুভবিবাহের লাগি,
যে আসিয়া কৈল ঘটকালী॥
বন্দিব ঈশ্বরপুরী, প্রভু যাঁরে গুরু করি,
আপনাকে দৈন্য হেন বাসি।
কেশবভারতী প্রতি, বন্দোঁ নম্র হৈয়া অতি,
যে করিল প্রভুকে সন্ন্যাসী॥
বন্দোঁ রামচন্দ্রপুরী, যাঁহার বিক্রম হেরি,
নিবর্ত্ত করিল প্রভু সব।
শ্রীপুরী পরমানন্দ, বন্দোঁ তছু-পদদ্বন্দ্ব,
যাঁরে বলি ঠাকুর উদ্ধব॥
বন্দোঁ দামোদর পুরী, যাঁর বশ গৌরহরি,
সত্যভামা-সম যাঁর রীতি।
শ্রীনৃসিংহানন্দ ন্যাসী, সংকীর্ত্তন-সুবিলাসী,
বন্দোঁ সত্যানন্দ মহামতি॥
বন্দোঁ গরুড় অবধূত, যাঁর প্রেম অদভুত,
চমৎকার দেখিতে-শুনিতে।
বন্দিব শ্রীবিষ্ণুপুরী, 'বিষ্ণুভক্তি-রত্নালী',
যে করিল লোক নিস্তারিতে॥
বন্দোঁ বিশ্বেশ্বরানন্দ, যাঁর প্রাণ গৌরচন্দ্র,
তবে বন্দোঁ শ্রীকেশব পুরী।
বন্দোঁ অনুভবানন্দ, ভারতী সচ্চিদানন্দ,
তবে বন্দোঁ মনোরথপুরী॥

বন্দোঁ রূপ সনাতন, বসতি শ্রীবৃন্দাবন,
পরম বিরক্ত উদাসীন।
রাজ্যপদ পরিহরি, ভিক্ষুকের বেশ ধরি,
যে লইল করঙ্গ কৌপীন॥
বন্দোঁ জীব গোসাঞিরে, সকল বৈষ্ণব যাঁরে,
জিজ্ঞাসিলে 'কোন্ তত্ত্ব সার ?'।
বিচারিয়া সর্ব্বশাস্ত্র, কহিলেন 'একমাত্র,
ভক্তিযোগ-পর নাহি আর' ॥
শ্রীরাধাকুণ্ডেতে বাস, বন্দোঁ রঘুনাথদাস,
যে জন চৈতন্যমর্ম্ম জানে।
রাঘব গোসাঞি তবে, বন্দোঁ বড় ভক্তিভাবে,
যাঁহার বিলাস গোবর্দ্ধনে॥
বন্দিব গোপাল ভট্ট, সনাতন-নিকট,
বসতি কেবল একস্থানে।
অন্যকথা নাহি মুখে, দিবসরজনী সুখে,
বঞ্চিল গোবিন্দ-নাম-গুণে॥
বন্দোঁ রঘুনাথ ভট্ট, কৃষ্ণপ্রেমে উনমত্ত,
বৃন্দাবনে ব্রজবাসি-সঙ্গে।
ভাগবত পড়েন যবে, প্রেমে অঙ্গ আউলায় তবে,
মধুকণ্ঠ ধরেন প্রসঙ্গে॥
বন্দোঁ প্রভু লোকনাথ, ভূগর্ভঠাকুর-সাথ,
সদা বিলসই বৃন্দাবনে।
দেখিয়া কাতর জন, সদাই ব্যাকুল মন,
সুখী কৈল দিয়া প্রেমধনে॥

বন্দোঁ। করিয়া ভক্তি, প্রবোধানন্দ সরস্বতী,
পরম মহত্ত্ব গুণধাম।
'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', পুস্তক যাঁহার কৃত,
এই পুঁথি ভক্ত-ধন-প্রাণ ॥
বন্দোঁ। হরষিত-মতি, কাশীশ্বর মহামতি,
খ্যাতি 'ভক্ত' যারে বোলে সভে।
বন্দোঁ। শুদ্ধ সরস্বতী, গৌরপদে দৃঢ় ভক্তি,
পশুপক্ষী বন্দী যার ভাবে ॥
বন্দিব রাঘবানন্দ, যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ,
অনুভাব করিল বিদিত।
বাড়ীর জাম্বীরগাছে, কদম্ব ফুটিয়া আছে,
সর্ব্বলোক দেখিতে বিস্মিত ॥
বন্দোঁ। মূর্ত্তি মনোহর, ঠাকুর শ্রীপুরন্দর,
যেন সেই অঙ্গদ ঠাকুর।
এক বিপ্র ল'য়ে তাঁরে, অতিথি করিল ঘরে,
গোষ্ঠী-সহ দেখিল লাঙ্গুল ॥
বন্দোঁ। কাশী মিশ্রবর, উৎকলে যাঁহার ঘর,
যাঁহার আশ্রমে গৌররায়।
পট্টনায়ক বাণীনাথ, যাঁর প্রাণ জগন্নাথ,
বন্দনা করিব তাঁর পায় ॥
বন্দোঁ। রায় রামানন্দ, যাঁর সঙ্গে গৌরচন্দ্র,
বিচারিলা ভক্তির লক্ষণ।
বন্দিব শ্রীবক্রেশ্বর, যাঁর নৃত্যে বিশ্বম্ভর,
মহানন্দে করিলা কীর্ত্তন ॥

বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র, শ্রীগোবিন্দানন্দ বিপ্র,
যার মনমানস-জাঙ্গালে।
কুলিয়ানগর হৈতে, গৌড় পর্য্যন্ত যাইতে,
প্রভু চলি গেলা কুতূহলে ॥
বৃষভানুসুতা যেহোঁ, গদাধরদাস তেহোঁ,
এবে নাম করিল প্রকাশ।
গৌরাঙ্গ-যুগল-দেহ, সন্দ না করিহ কেহ,
এইরূপ গদাধরদাস ॥
বন্দোঁ গদাধরদাস, অপরূপ সুবিলাস,
প্রেমরসময় তনুখানি।
বন্দোঁ সদাশিব বৈদ্য, যাহার প্রসাদে সদ্য,
পাষাণ গলিয়া হয় পানি ॥
বন্দোঁ সেন শিবানন্দ, চৈতন্য-পদারবিন্দ,
বিনু যার নাহিক ভাবন।
বৈদ্য খণ্ডেতে বাস, বন্দিব মুকুন্দদাস,
যাঁর পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ॥
মুকুন্দদাসের ভক্তি, অকথ্য কৃষ্ণের শক্তি,
অদ্যাবধি বিদিত সংসারে।
ময়ূরের পাখা দেখি, চঞ্চল হইল আঁখি,
বিহ্বলে পড়িলা প্রেমভরে ॥
বন্দিব শ্রীনরহরি, দাস ধন্য বলিহারি,
চৈতন্যবিলাস যার ঘটে।
বন্দোঁ রঘুনন্দন, মূরতি মদন-সম,
জগত মোহিত যার নাটে।

বন্দোঁ রঘুনাথদাস, প্রেমসুখ-সুবিলাস,
যে পিরীতি-ফান্দে মন বান্ধে।
বন্দোঁ আচার্য্য পুরন্দর, কৃষ্ণভাবে নিরন্তর,
ফুকরি ফুকরি সদা কান্দে ॥
ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস, আকাইহাটেতে বাস,
শান্ত পরম অকিঞ্চন।
মহাপ্রভুর সতীর্থ, পরমানন্দ পণ্ডিত,
ভক্তিভাবে করিল বন্দন ॥
বন্দিব পরমানন্দে, পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দে,
যার পাঠ সদা ভাগবত।
বন্দিব আচার্য্যচন্দ্র, যে জানে প্রেমের মর্ম্ম,
গুণ-কর্ম্ম জগতে বিদিত ॥
গোবিন্দ মাধবানন্দ, বাসুদেব ঘোষ বন্দ,
তিনভাই গুণের সাগর।
শুনিয়া যাহার গান, ধরিতে না পারে প্রাণ,
সর্ব্বগণে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
গদাধরদাস বন্দ, বাসুদেবঘোষ-সঙ্গ,
দোঁহারে বন্দিব সাবধানে।
করবীমঞ্জরী-কলি, আছিল কর্ণের'পরি,
পদ্মগন্ধ হৈল সভা-স্থানে ॥
ধন্যাদ্বৈত গৌরচন্দ্র, ধন্যধন্য নিত্যানন্দ,
ধন্যধন্য ভকতমণ্ডল।
ধন্যধন্য নাম-গুণ, ধন্যধন্য সংকীর্ত্তন,
ধন্য কলিযুগে এ সকল ॥

বন্দোঁ ভক্ত-অগ্রগণ্য ঠাকুর রামদাস।
বিশ্ব ভরি খ্যাতি যার অদ্ভুত প্রকাশ॥
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ গোটা পড়িয়া আছিল।
অবহেলে দু-অঙ্গুলে ধরিয়া তুলিল॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া তাঁহা করিয়া মুরলী।
করিলা বিনোদ বাদ্য মধুর পদাবলী॥
শ্রীদাম গোপাল সেই অভিরাম গোসাঞি।
দ্বিতীয় চৈতন্য—মহিমার অন্ত নাঞি॥
ব্রজের সুদাম বন্দোঁ ঠাকুর সুন্দর।
অগ্নিসম তেজ যার মূর্ত্তি মনোহর॥
যার দাসে ধরিয়া বনের ব্যাঘ্র আনে।
কোল দিয়া হরিনাম শোনায় তার কাণে॥
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
নিত্যানন্দ-প্রিয়পাত্র মহিমা-প্রচুর॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুরে।
যে আনিল উৎকলেতে আচার্য্যপ্রভুরে॥
যারে বলি গোকুলের সুবল গোপাল।
সুজনের শরণদাতা দুর্জ্জনের কাল॥
যার কৃষ্ণ-ভক্তি-শক্তি বিদিত জগতে।
পাষণ্ড পাতাল (?) নাগি হৈল যাহা হৈতে॥
অম্বিকানগর-মাঝে যার অবস্থিতি।
যার ঘরে নিত্যানন্দ-চৈতন্য-মূরতি॥
প্রভুবিদ্যমানে মূর্ত্তি করিল প্রকাশ।
যে মূর্ত্তি দেখিলে কর্ম্মবন্ধের বিনাশ॥

দিব্য মাল্য চন্দন বসন অলঙ্কারে।
যে করিল বিভূষিত নিতাইচান্দেরে॥
পরম সাদরে বন্দোঁ দত্ত উদ্ধারণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে তীর্থ যে কৈলা ভ্রমণ॥
পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দিব সাবহিতে।
যে কৈল আপন ব্যক্ত কীর্ত্তনে নাচিতে॥
গণ্ডাদশ শৃগাল ডাকিয়া একেএকে।
বোল নাম বোলাইল সভাকার মুখে॥
পিপিলাই ঠাকুর বন্দোঁ বাল্যভাবে ভোলা।
বালকের প্রায় যার সব লীলা-খেলা॥
তবে বন্দোঁ ঠাকুর কমলাকর দাস।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে যার পরম উল্লাস॥
পুরুষোত্তম তীর্থ বন্দোঁ রসিকশেখর।
শ্রীকৃষ্ণরসে যেহো মত্ত গরগর॥
উন্মাদী বিনোদী বন্দোঁ কালা কৃষ্ণদাস।
প্রেমেতে বিভোল সদা না সম্বরে বাস॥
শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব কর জুড়ি।
গুধড়ীতে ছিল যার সর্প ছয়-কুড়ি॥
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ গুণের নিধান।
প্রভুস্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যার গান॥
ভাগবত আচার্য্য বন্দোঁ মিশ্র কবিরাজ।
অনন্ত আচার্য্য বন্দোঁ নবদ্বীপ-মাঝ॥
তবেত বন্দিব মধুপণ্ডিত-চরণ।
বৈষ্ণবপণ্ডিত যারে বোলে সর্ব্বজন॥

গোবিন্দ-আচার্য্য-পদ করিব বন্দন।
রাধাকৃষ্ণের রহস্য যে করিল বর্ণন॥
বন্দোঁ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহামতি।
যাহারে বলিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি॥
নৃপতি প্রতাপরুদ্র করিব বন্দন।
যে পাইল মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ-দর্শন॥
বিপ্র-রঘুনাথদাসের চরণ বন্দিয়া।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস বিপ্রদাস উৎকলিয়া॥
কানাই খুটিয়া বন্দোঁ প্রেমরসধার।
প্রকৃতিস্বভাব ভাব যেন গোপিকার॥
যার পুত্র জগন্নাথ দাস বলরাম।
তার মহত্ত্বের কিবা কহিব—অনুপাম॥
জগন্নাথদাস বন্দোঁ গানরসে গুরু।
যার গানে অরণ্যের ঝুরে লতা-তরু॥
বন্দোঁ বলরামদাস উড়িয়া বৈষ্ণবে।
জগন্নাথ-বলরাম বন্দী যার ভাবে॥
সুগ্রীব-নামক গোবিন্দানন্দ ঠাকুর।
প্রভুলাগি সেতুবন্ধ করিলা প্রচুর॥
বন্দোঁ কাশীশ্বর সিংহেশ্বর শিবানন্দ।
শ্রীচন্দনেশ্বর বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বন্দনা করিব পট্টনায়ক মাধব।
হরিভট্ট বন্দিব মাহাতি বলদেব॥
সুবুদ্ধি মিশ্র বন্দোঁ নির্ব্বুদ্ধি-বুদ্ধিদাতা।
শ্রীনাথ মিশ্র বন্দোঁ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা॥

তুলসী মিশ্র বন্দনা করিব সাবধানে।
কাশীনাথ মাহাতি বন্দোঁ কায়বাক্যমনে॥
বসুবংশের তিলক বন্দিব রামানন্দে।
যার গোষ্ঠী ভ্রমর গৌরপদারবিন্দে॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী শ্রীমধুপণ্ডিত।
বন্দোঁ দুই মহাশয় চৈতন্যের ভৃত্য॥
দ্বিজ রামচন্দ্র বন্দোঁ পণ্ডিত শ্রীকর।
যদু-কবিচন্দ্র বন্দোঁ সুখের সাগর॥
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিব বন্দনা।
প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যার সংসারে ঘোষণা॥
লক্ষকের গারিস্থ যে প্রভুপায় দিয়া।
ভাণ্ড হাথে করিলেক কৌপীন পরিয়া॥
সূর্য্যদাসপণ্ডিতের বন্দোঁ পদদ্বন্দ্ব।
যাহার জামাতা হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
বন্দিব ঠাকুর-বংশীবদন-চরণে।
পূর্ব্বে যে আছিলা বংশী কৃষ্ণের বদনে॥
মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দিব যতনে।
যার লীলাখেলা অজগরসর্পসনে॥
সেন জগন্নাথ বন্দোঁ গুপ্ত পরমানন্দ।
বন্দিব বালক রামদাস কবিচন্দ্র॥
বন্দিব বল্লভাচার্য্য সেন কংসারি।
বন্দিব ভাস্কর বিশ্বকর্ম্মা-অবতারি॥
বলরামদাস বন্দোঁ সঙ্গীত-আচার্য্য।
নিত্যানন্দসেবা বিনু নাহি যার কার্য্য॥

বন্দে কৃষ্ণ-উনমাদী মহেশ পণ্ডিত।
নর্ত্তনবিনোদী বন্দোঁ জগদীশ পণ্ডিত॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস।
সর্ব্বভক্ত যাহারে বোলেন বেদব্যাস॥
'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যাহার গ্রন্থন।
যে গ্রন্থ মোহিত কৈল এ তিনভুবন॥
বন্দিব বেহারি কৃষ্ণদাস মহামতি।
বড়গাছিগ্রামেতে যাহার অবস্থিতি॥
যেজন পীরিতিফান্দে নিতাইচান্দেরে।
বন্দী করি রাখিয়াছিলেন নিজঘরে॥
পণ্ডিতঠাকুর গিয়া বুকে দিয়া তালি।
কোঁচে ধরি লৈয়া গেলা 'মোর প্রভু' বলি॥
নিত্যানন্দবিরহে ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
পাগলের প্রায় গোঙাইলা সাতমাস॥
পুনরপি নিত্যানন্দ তার ঘরে গেলা।
নিত্যানন্দ-দরশন পাই সাম্য হইলা॥
বন্দিব পরমানন্দ অবধৌতবর।
প্রেমরসে পরিপূর্ণ যার কলেবর॥
পণ্ডিত গঙ্গাদাস বন্দোঁ অনাদি-নিবাসী।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুর-বিলাসী॥
পুরুষোত্তম তীর্থ বন্দোঁ তীর্থ শ্রীরাম।
রঘুনাথ পুরী বন্দোঁ পূরি মনস্কাম॥
আশ্রম উপেন্দ্র বন্দোঁ হরিহরানন্দ।
তীর্থ বাসুদেব বন্দোঁ পুরী শ্রীঅনন্ত॥

মধুরমূরতি বন্দোঁ মুকুন্দ কবিরাজ।
রাজীব (?) পণ্ডিত বন্দোঁ নবদ্বীপমাঝ
শিশু কৃষ্ণদাস বন্দোঁ গোপশিশু যনু ।
নিত্যানন্দ স্বহস্তে পালিলা যার তনু ॥
তবেত বন্দনা কৈলঁ মাধব আচার্য্য ।
কৃষ্ণগুণ-বর্ণন সদাই যার কার্য্য ॥
যে 'কৃষ্ণমঙ্গল' কৈল ভাগবতামৃতে ।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে ॥
নৃসিংহ চৈতন্যদাস আর কৃষ্ণদাস।
বন্দোঁ দুই মহাশয় পীরিতি-আওআস ॥
বড় অকিঞ্চন বন্দোঁ শ্রীশঙ্কর ঘোষ।
যাহার ডম্ফের বাদ্যে প্রভুর সন্তোষ ॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ দ্বিজকুলমণি।
নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা যাহার গৃহিণী ॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদেবীর চরণ।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী পড়িয়ারী নারায়ণ ॥
এই হৈতে হৈল কিছু বৈষ্ণববন্দনা ।
অসংখ্য চৈতন্যভক্ত না যায় গণনা ॥
আর কত শতশত সহস্র বৈষ্ণব ।
ত্রিভুবন জুড়িয়া আছেন কত সব ॥
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম-ভূমিতে।
অনন্ত বৈষ্ণব অবতীর্ণ অবনীতে ॥
কলিযুগের প্রথমে চৈতন্য অবতারে।
চৈতন্যের কৃপায় বৈষ্ণব ঘরেঘরে ॥

অতএব বৈষ্ণবের অসংখ্য গণন।
স্বচ্ছন্দে বিহরে সব পতিতপাবন॥
সভাকার ঠাকুর চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দুই মহাপ্রভুর এসব ভক্তবৃন্দ॥
কেবা জানিবারে পারে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
শ্রীভাগবতে কহে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য॥
হেন সব বৈষ্ণবের চরণ-বন্দন।
পড়িলে-শুনিলে হয় দুঃখ-বিমোচন॥
পাপমুক্ত হয়—হয় শুদ্ধ কলেবর।
পঠনে-শ্রবণে হয় প্রসন্ন অন্তর॥
বদনে স্ফুরয়ে তার 'কৃষ্ণ' হেন নাম।
পরিপূর্ণ হয় তার যেবা মনস্কাম॥
কণ্ঠে বিলসয়ে তার দেবী সরস্বতী।
কমলা করেন আসি গৃহে অবস্থিতি॥
যথাতথা যায় পরাভব নাহি পায়।
সর্ব্বস্থানে জয়যুক্ত হইয়া বেড়ায়॥
ব্যাধি-জরা-জ্বালা তার দেহে না পরশে
আরোগ্য হইয়া থাকে সদাই সন্তোষে॥
নির্ম্মল ভকতি তার হয় সুনিশ্চিত।
এই লোভে বৃন্দাবনদাস-বিরচিত॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনদাস-বিরচিতা
বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্তা।

অথ শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ ।

প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টিপবিত্রীকৃতভূতলম্ ।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥
মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্ ।
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ ॥
ততঃ শচীজগন্নাথৌ খ্যাতৌ ভূদেবরূপিণৌ ।
শ্রীবিশ্বরূপশ্রীবিশ্বম্ভরয়োঃ পিতরৌ শুভৌ ॥
ধন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্যাগ্রজরূপিণম্ ।
শঙ্করারণ্যনামানং বিশ্বরূপমহাশয়ম্ ॥
গদাধরপ্রাণনাথং লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াপতিম্ ।
সাক্ষাৎ প্রেমকৃপামূর্ত্তিং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ॥
তথা পদ্মাবতী-শ্রীমন্মুকুন্দদ্বিজসত্তমৌ ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং বসুধাজাহ্নবীপতিম্ ।
শ্রীবীরভদ্রজনকং সর্ব্বপাষণ্ডখণ্ডনম্ ॥
যদ্যপি প্রকৃতিক্ষুদ্রোঽবুদ্ধিমান্ বালকঃ স্বয়ম্ ।
অনন্তবৈষ্ণবানন্তমহিমাখ্যানবালিশঃ ॥
তথাপি রসনালৌল্যাদত্যন্তান্তঃকুতূহলাৎ ।
করোমি বৈষ্ণবানন্তাভিধানং স্মরণং কিয়ৎ ॥
কিঞ্চাত্র মম হীনস্য সর্ব্বেষ্বেতন্নিবেদনম্ ।
ক্রমভঙ্গভবা দোষা ন গ্রাহ্যাস্তৈর্গুণোদয়ৈঃ ॥
শ্রীমাধবপুরী শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যস্তথাচ্যুতঃ ।
গোপীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥

হরিদাসঃ শ্রীমুরারিগুপ্তো নারায়ণস্তথা।
মুকুন্দো বাসুদেবশ্চ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ॥
পীতাম্বরো জগন্নাথঃ শ্রীনারায়ণশঙ্করৌ।
শ্রীরামপণ্ডিতশ্চক্রবর্ত্তিনীলাম্বরস্তথা ॥
গঙ্গাদাসো দ্বিজো বিষ্ণুঃ শ্রীসুদর্শনপণ্ডিতঃ।
বিদ্যানিধিস্তথা বুদ্ধিমন্তঃ শ্রীলসদাশিবঃ ॥
শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিধিঃ শুক্লাম্বরঃ শ্রীধরপণ্ডিতঃ।
কবিচন্দ্রো রামদাসো বনমালী হলায়ুধঃ ॥
বিজয়ো নন্দনাচার্য্য ঈশানো গরুড়ধ্বজঃ।
জগদীশঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমান্ কাশীশ্বরস্তথা ॥
গঙ্গাদাসো বাসুদেবভদ্রো রাম-মুকুন্দকৌ।
শ্রীবল্লভাচার্য্যবর্য্যো মিশ্রঃ শ্রীলসনাতনঃ ॥
আচার্য্যবনমালী চ কাশীনাথদ্বিজোত্তমঃ।
শ্রীশ্বরাভিধানপুরী শ্রীমৎকেশবভারতী ॥
পরমানন্দাখ্যপুরী দামোদরস্বরূপকঃ।
নরসিংহাখ্যানতীর্থো রামচন্দ্রপুরী তথা ॥
ব্রহ্মানন্দপুরী চৈব শ্রীসত্যানন্দভারতী।
শ্রীমৎসুখানন্দপুরী শ্রীগোবিন্দপুরী তথা ॥
গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ।
ব্রহ্মানন্দস্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুতকেশবঃ ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী বিশ্বেশ্বরানন্দমহাশয়ঃ।
শ্রীসচ্চিদানন্দনামাহনুভবানন্দ এবচ ॥
শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দপুরী নৃসিংহানন্দভারতী।
কাশীশ্বরাখ্যানদেবোহনুপামঃ শ্রীসনাতনঃ ॥

রূপো জীবঃ শ্রীপ্রবোধানন্দঃ শুদ্ধসরস্বতী।
রঘুনাথদাসনামা তথা গোপালভট্টকঃ ॥
রঘুনাথো লোকনাথঃ শ্রীমদ্ভূগর্ভনামকঃ
রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ ॥
কাশীমিশ্রো রায়রামানন্দো বক্রেশ্বরদ্বিজঃ।
বাণীনাথপট্টনায়ো গোবিন্দানন্দ এবচ ॥
সদাশিবকবিক্ষ্মাভৃদ্দাসবংশগদাধরঃ।
শ্রীশিবানন্দসেনশ্চ শ্রীমুকুন্দভিষগ্বরঃ ॥
শ্রীমন্নরহরিঃ শ্রীলরঘুনন্দন এবচ।
রঘুনাথদাসবৈদ্যোপাধ্যায়মধুসূদনঃ ॥
দেবানন্দদ্বিজবরঃ শ্রীলাচার্য্যপুরন্দরঃ।
শ্রীযুক্তাচার্য্যচন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ ॥
সতীর্থপরমানন্দঃ শ্রীমৎসৃষ্টিধরস্তথা।
গোবিন্দো মাধবো বাসুদেবো ঘোষাভিধানভৃৎ ॥
শ্রীলশ্রীরামদাসঃ শ্রীসুন্দরানন্দ এবচ।
পরমশ্রীলপরমেশ্বরঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ।
বংশীগীতপ্রকাশী শ্রীবংশীবদনদাসকঃ ॥
শ্রীমদুদ্ধরণ-শ্রীলদ্বিজশ্রীপুরুষোত্তমৌ।
কবিরাজমিশ্রবর্য্যো মধুসূদনপণ্ডিতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এবচ।
শ্রীসার্ব্বভৌমঃ শ্রীযুক্তো নন্দনাচার্য্য এবচ ॥
শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথধরামরঃ।
হরিদাসদ্বিজঃ শ্রীলসারঙ্গো মকরধ্বজঃ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঃ শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ ।
প্রদ্যুম্নমিশ্রস্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবাংস্তথা ।।
ওড্রজঃ শ্রীবিপ্রদাসোঽপ্যষ্ঠশ্রীবিষ্ণুদাসকঃ ।
বনমালিদাসবৈদ্যো হরিদাসো গদাধরঃ ।।
ওড্রজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকাশীশ্বরপণ্ডিতঃ ।
বলরামজগন্নাথদাসৌ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ ॥
সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরামমহত্তমঃ ।
সুবুদ্ধিমিশ্রস্তুলসীমিশ্রঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ ॥
কাশীনাথো হরিভট্টঃ পট্টনায়কমাধবঃ ।
রামানন্দবসুর্ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥
শ্রীরামচন্দ্রভূদেবঃ শ্রীমচ্ছ্রীকরপণ্ডিতঃ ।
যদুনাথ-কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥
আচার্য্যশ্রীজগন্নাথঃ শ্রীসূর্য্যদাসপণ্ডিতঃ ।
শ্রীলশ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য এবচ ॥
চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দগুপ্ত-ভিষগ্বরঃ ।
শ্রীজগন্নাথ-কংসারিসেনৌ শ্রীযুক্তভাস্করঃ ॥
কবিচন্দ্রশ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরামঃ সেন-বল্লভঃ ।
শ্রীযুক্তবলরামাখ্যদাসোঽমহেশপণ্ডিতঃ ॥
পরমানন্দাবধূতঃ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতঃ ।
কবিরাজশ্রীমুকুন্দানন্দঃ শ্রীজীবপণ্ডিতঃ ॥
চিরঞ্জীবঃ কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণদাসাখ্যবালকঃ ।
যদুনাথদাসবর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ ॥
রামতীর্থঃ কৃষ্ণতীর্থঃ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমঃ ।
শ্রীমজ্জগন্নাথতীর্থো রঘুনাথপুরী তথা ॥

শ্রীবাসুদেবতীর্থশ্চ শ্রীলোপেন্দ্রাভিধাশ্রমঃ।
অনন্তাভিধানপুরী হরিহরানন্দভারতী॥
শ্রীমন্নৃসিংহচৈতন্যঃ শ্রীমদাচার্য্যমাধবঃ।
শঙ্করো মাধবানন্দাচার্য্যো দাস-সনাতনঃ।
শিবানন্দচক্রবর্ত্তী দ্বিজ-নারায়ণাদয়ঃ॥
য এতান্ স্মরতি প্রাতঃ শৃণুতে বাপি ভক্তিতঃ।
কস্মিন্ কালেঽপি স পুমান্ যাতনাং নার্হতি ধ্রুবম্॥
এতান্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যো নমস্কুরুতে জনঃ।
শ্রীবৈষ্ণবপদে তস্য নাপরাধঃ কদাচন॥
লভতে বৈষ্ণবপদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রতঃ।
ভক্তিঞ্চ প্রেমপীযূষমধুরাং দেবদুর্ল্লভাম্॥
সর্ব্বেষামপ্যুপাদেয়ঃ সর্ব্ববেদাধিকস্তথা।
শ্রবণান্নয়নাচ্চিত্তাদপি দূরো হি বৈষ্ণবঃ॥

ইতি শ্রীদৈবকীনন্দন-কবিরাজ-বিরচিতং
বৈষ্ণবাভিধানং সম্পূর্ণম্।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥
হরিনামরতা যে চ হরিভক্তিপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা সর্ব্ববিধ মঙ্গলের আকর—সর্ব্ব-স্বস্ত্যয়ন-শিরোভূষণ। কলিহত জীবের এমন কল্যাণকর সামগ্রী আর নাই। এহেন বৈষ্ণব-বন্দনার বিশুদ্ধ সংস্করণের কিন্তু বড়ই অভাব। করুণাময় বৈষ্ণবগণের করুণায় এতদিনে সে অভাব বিদূরিত হইল,—বৈষ্ণব-বন্দনার এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। বাজারে শ্রীদৈবকী-নন্দনদাস-বিরচিত বন্দনা ব্যতীত অন্যান্য বন্দনা পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সংস্করণে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস, শ্রীল দৈবকীনন্দন দাস এবং অন্য একজন শ্রীল বৃন্দাবনদাসের রচিত তিনটি বাংলা বন্দনা, আর ঐ দৈবকীনন্দনেরই "বৈষ্ণবাভিধানম্" নামক একটি সংস্কৃত বন্দনা প্রকাশিত হইয়াছেন। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অস্মৎসম্পাদিত "ভক্তিরত্নমালা" গ্রন্থে কেবলমাত্র দৈবকীনন্দনের বাংলা বন্দনাটি মুদ্রিত হইয়াছিলেন। সম্পাদকীয় বক্তব্যে অপর তিনটি বন্দনার নাম ও প্রকাশের ইচ্ছা উল্লিখিত হইয়াছিল মাত্র। এতদিনে সে ইচ্ছাও সফল হইল। বাদুড়বাগান নিবাসী পরম ভাগবত ৺নন্দলাল ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতার স্বহস্তলিখিত শ্রীলবৃন্দাবনদাসের বন্দনার একখানি আদর্শ দান করিয়া পরম উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণে মতি হউক। ইতি

কলিকাতা,
৪০ নং, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া।

বৈষ্ণব-চরণরেণু-লোলুপ,
শ্রীঅতুল কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক।